

গোপনীয়

বি বা আদেশ নং ৯০০-৪০ এর

ক্রোড়পত্র “ঘ”

তারিখঃ ১৬ জুলাই ২০১৪

বীরত্বপূর্ণ/সাহসিকতাপূর্ণ কাজের জন্য বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সদস্যগণকে ~~বিমান বাহিনী পদক/~~ অসামান্য সেবা

~~পদক/বিশিষ্ট সেবা পদক/ গৌরবোজ্জ্বল উড্ডয়ন পদক/বিমান উৎকর্ষ পদক/~~

~~বিমান পারদর্শিতা পদক প্রদানের সুপারিশ~~

- ১। ব্যক্তিগত নম্বরঃ ৮৩৫২ ২। পদবীঃ এয়ার কমডোর
- ৩। নাম (পূর্ণ)ঃ এস এম মুয়ীদ হোসেন, বিএসপি, আরসিডিএস, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
- ৪। স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রামঃ গেরদা, ডাকঘরঃ কাফুরা, থানাঃ কোতওয়ালী, জেলাঃ ফরিদপুর
- ৫। ব্রাঞ্চ/ব্রিগেডঃ জি ডি (পি)
- ৬। বিমান বাহিনীতে চাকুরীর মেয়াদঃ ৩৩ বছর ০৬ মাস ০৩ দিন
- ৭। ঘাঁটি/ইউনিট (বীরত্বপূর্ণ কাজের সময়)ঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ
- ৮। বর্তমান ঘাঁটি/ইউনিটঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ
- ৯। পূর্বের কোন প্রকার শান্তিকালীন পদক প্রাপ্তি (যদি থাকে)ঃ বিশিষ্ট সেবা পদক (বিএসপি)
- ১০। সাইটেশনঃ
- ক। ভূমিকা/বিমান বাহিনীর তথা দেশের জন্য অর্জনঃ

ক্যাপ ছাড়া ইউনিফর্ম
পরিহিত ছবি
(সাইজ ৪.৫ x ৪.৫ সেঃ
মিঃ)

(১) সশস্ত্র বাহিনীর যৌথ প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনা করতঃ গত ২১ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ সশস্ত্র বাহিনী দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সশস্ত্র বাহিনীর যৌথ প্রশিক্ষণের জন্য প্রণীত Joint Training Doctrine: Bangladesh Armed Forces- 2023 উন্মোচন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে উক্ত কার্যক্রমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা, তিন বাহিনী প্রধানগণ, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারসহ অন্যান্য উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। **এয়ার কমডোর এস এম মুয়ীদ হোসেন, বিএসপি, আরসিডিএস, এএফডব্লিউসি, পিএসসি(বিডি/৮৩৫২), জিডি(পি), মহাপরিচালক, প্রশিক্ষণ** এই ডকট্রিন প্রস্তুতির নিমিত্তে গঠিত বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। তিনি ডকট্রিনটির পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের প্রাথমিক রূপরেখা প্রণয়ন, সময় পরিকল্পনা, প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ চিহ্নিতকরণ ও Doctrine Development Team গঠন, আর্থিক সংশ্লিষ্টতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের জন্য তৈরী করেন এবং অনুমোদিত নির্দেশনার

আলোকে পদ্ধতিগতভাবে তা বাস্তবায়ন করেন। পরবর্তীতে ডকট্রিনটির রূপরেখা প্রণয়ন, লেখা ও সম্পাদনা এবং প্রকাশনার জন্য বোর্ডের সভাপতি হিসেবে তিনি মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। এটি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর যৌথ পর্যায়ে প্রথম ‘চূড়ান্ত সংস্করণ’ (Final Version) ডকট্রিন। এত স্বল্প সময়ে একটি মৌলিক ‘চূড়ান্ত সংস্করণ’ ডকট্রিন প্রকাশনা একটি বিরল ঘটনা। এটি সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র উক্ত অফিসারের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, আন্তরিক প্রচেষ্টা, দক্ষতা, মেধা এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজন উপেক্ষা করে কাজে নিবেদিত থাকার কারণে। সশস্ত্র বাহিনীর জন্য প্রণীত এই ডকট্রিন প্রকাশের উদ্যোগ এবং তা বাস্তবায়ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রিসহ বাহিনী প্রধানগণ কর্তৃক ভূয়সী প্রশংসিত হয় এবং জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনীর সক্ষমতা ও পেশাদারিত্ব অর্জনে এই ডকট্রিন কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। এ প্রকাশনা সংক্রান্ত সংবাদ বিভিন্ন প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে গুরুত্বসহকারে প্রচারিত হয় যা সশস্ত্র বাহিনীর ভাবমূর্তি উন্নয়ন, সক্ষমতা অর্জন এবং উৎকর্ষতার মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। অত্যন্ত সময়োপযোগী এই ডকট্রিন সশস্ত্র বাহিনীর যৌথ আভিযানিক সক্ষমতা অর্জনে যৌথ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। আর এ ধরনের যৌথ আভিযানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তাকে শক্তিশালী করবে। এ ধরনের ডকট্রিন অন্যান্য রাষ্ট্রের কাছে আমাদের দেশের যৌথ বাহিনী তথা দেশের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল করবে এবং সম্ভাব্য শত্রু দেশসমূহের জন্য ডেটারেন্স (Deterene) হিসেবে কাজ করবে।

(২) গত ০৪-০৫ জুন ২০২৩ তারিখে প্রশিক্ষণ পরিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ‘Grey Zone Activities and Challenges for Bangladesh’ শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পররাষ্ট্র নীতি এবং সমরকৌশল এর বিবেচনায় এই সেমিনারের বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র ধারার এবং নতুন। উক্ত সেমিনার এর পরিকল্পনা, রূপরেখা প্রস্তুতি এবং আয়োজনে *এয়ার কমডোর এস এম মুয়ীদ* প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সময়োপযোগী নেতৃত্ব, পরিকল্পনা, অসামান্য দক্ষতা, স্বকীয়তা, আন্তরিকতা, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং কাজের প্রতি একাগ্রতার কারনেই উক্ত সেমিনারটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। উক্ত সেমিনারে বাংলাদেশ সশস্ত্র

গোপনীয়

বাহিনীর উৎকর্ষতা ও পেশাদারিত্ব সফলভাবে উপস্থাপনার জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দুজন বিশেষজ্ঞ বক্তা এবং জাতীয় পরিমন্ডলে স্বীকৃত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ স্বশরীরে বক্তব্য প্রদান করেন। উক্ত সেমিনারে বাংলাদেশের স্বনামধন্য বিশিষ্ট ব্যক্তি, সামরিক, আধাসামরিক ও অসামরিক ব্যক্তিবর্গ এবং নামকরা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনশত এর অধিক ছাত্র/ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। আয়োজিত সেমিনারটিতে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট, পররাষ্ট্র নীতি, মিডিয়া, সাইবার ও তথ্য যোগাযোগ এবং জাতীয় নিরাপত্তার আলোকে এর প্রভাব বিশেষভাবে আলোচিত হয়, যা অংশগ্রহণকারীদের আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষিত ও সুসংহত করার ক্ষেত্রে কার্যকর ধারণা এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে করণীয় দিক সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। এই সংক্রান্ত সংবাদ প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে গুরুত্বসহকারে প্রচারিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানের এই সেমিনার সশস্ত্র বাহিনীর ভাবমূর্তি উন্নয়ন ও জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুসংহত করণ এবং এ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

(৩) EFES একটি বহুজাতিক অনুশীলন যা দুই বছর পর পর তুরস্কে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুশীলনে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর ৪০-৪৫ টি দেশের যৌথবাহিনী অংশগ্রহণ করে। উক্ত অনুশীলন বিশ্বের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ একটি অনুশীলন যেখানে প্রথমে 'কমান্ড পোস্ট এক্সারসাইজ' (CPX)' এবং পরবর্তীতে 'ফিল্ড ট্রেনিং এক্সারসাইজ' হয়। ২০২২ সালে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর একটি দল উক্ত অনুশীলনের CPX এবং পরবর্তীতে FTX-এ অংশগ্রহণ করে। এয়ার কমান্ডার মূরীদ উক্ত অনুশীলনে বাংলাদেশের প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে উক্ত অনুশীলনের পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করতঃ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অংশগ্রহণ এর রূপরেখা প্রণয়ন করেন। তিনি উক্ত অনুশীলনে বাংলাদেশের সুষ্ঠুভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে দেশী-বিদেশী সকল ধরনের সমন্বয়, অংশগ্রহণের রূপরেখা প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান এবং সকল ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করেন। তাঁর এ ধরনের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, দক্ষতা এবং মেধার সঠিক ব্যবহারের কারণে বাংলাদেশ যৌথ বাহিনী উক্ত অনুশীলনের CPX এবং FTX অত্যন্ত সফলতার

সাথে সম্পন্ন করে। পুরো অনুশীলন বিশেষতঃ CPX এ তাঁর কার্যক্রম আন্তর্জাতিক মন্ডলে প্রশংসিত হয়। বর্তমানে তিনি অত্যন্ত সফলতার সাথে EFES-2024 এ বাংলাদেশের অংশগ্রহন নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করছেন। এ অনুশীলনে অংশগ্রহনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও অনুশীলনে অংশগ্রহন করে বাংলাদেশ যৌথবাহিনী আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তার সক্ষমতা তুলে ধরতে পেরেছে এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী তথা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে।

(৪) এয়ার কমডোর **মুয়ীদ** World Military Sports Council (CISM) এর বাংলাদেশের কার্যক্রম সমন্বয় এবং যৌথ বাহিনীর খেলাধুলা প্রতিযোগিতা আয়োজনে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। দায়িত্ব প্রাপ্তির পর থেকে তিনি তার ক্রমাগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে CISM এর মত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশকে সফলতার সাথে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর ক্রমাগত যোগ্য নেতৃত্ব, প্রচেষ্টা, সমন্বয় এবং যোগাযোগ এর ফলে উক্ত আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশ এখন একটি অত্যন্ত পরিচিত এবং কার্যকর সদস্যদেশ। তাঁর নেতৃত্ব, দক্ষতা এবং কার্যকর সমন্বয়ের ফলে গত ২২ আগস্ট হতে ২৭ আগস্ট ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত রাশিয়ার মস্কোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক রাগবী প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী রাগবীদলের ১৭ সদস্যের অংশগ্রহন সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়। এছাড়াও, আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ হতে ০১ মার্চ ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ১৪টি দেশের সমন্বয়ে CISM World Military Archery Championship Bangladesh শীর্ষক প্রতিযোগিতার আয়োজনে তিনি মূল পরিকল্পনাকারী ও প্রধান সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করছেন। এ ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজনে বাংলাদেশের ভাবভূর্তি বিশ্ব পরিমন্ডলে উজ্জ্বল হবে। এছাড়া তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে যৌথ বাহিনীর খেলাধুলা নীতিমালা নতুনভাবে তৈরী করা হয় যা বাহিনী সমূহের মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

গোপনীয়

(৫) গত ২৭ মার্চ ২০২২ তারিখ হতে ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ঢাকা সেনানিবাসস্থ অফিসার্স ক্লাবে সশস্ত্র বাহিনীর প্রশিক্ষণ পরিদপ্তরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে 'Command and Staff Operational Law Course (OPLAW)' পরিচালিত হয়। উক্ত বিশেষ প্রশিক্ষণে বাংলাদেশসহ অস্ট্রেলিয়ার সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধি এবং International Committee of the Red Cross (ICRC) এর প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এয়ার কমডোর **মুয়ীদ** উক্ত বিশেষ প্রশিক্ষণে প্রধান পরিকল্পনাকারী ও প্রশিক্ষণ প্রণয়নকারী ছিলেন। উক্ত প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা, বিষয়বস্তু নির্বাচন, আন্তঃবাহিনী সমন্বয়, বিভিন্ন অসামরিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় এয়ার কমডোর মুয়ীদ প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে অসামান্য দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর আন্তরিকতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, অসামান্য পেশাদারিত্ব এবং দক্ষতার কারণে উক্ত প্রশিক্ষণ অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন হয়। মূলত জুনিয়র হতে মধ্যম পদবীর অফিসারগণ যারা সাধারণত সরাসরি অভিযানে অংশগ্রহণ করেন তাদের জন্য পরিচালিত উক্ত প্রশিক্ষণ বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছে যা সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের কার্যক্রমে প্রতিফলিত হয়েছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর পেশাদারিত্ব প্রশংসিত হয়েছে তথা দেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৬) যেকোন অফিসের দক্ষতা ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিতে অফিস পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। **এয়ার কমডোর এস এম মুয়ীদ** এর নেতৃত্বে প্রশিক্ষণ পরিদপ্তরের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করা এবং প্রয়োজনীয় জবাবদিহিতা বৃদ্ধির জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে নথি সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তিসহ বিভিন্ন সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে একটি কাস্টমাইজড ইন-হাইজ এপ্লিকেশন ডিজাইন করতঃ প্রবর্তন করা হয়। এর ফলে প্রশিক্ষণ পরিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ নথিসমূহের সঠিক, দক্ষ এবং আধুনিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে, যা জাতীয় নিরাপত্তা আরও সুসংহত করবে। তাঁর এ কার্যক্রমে জাতীয় নিরাপত্তার ব্যাপারে তাঁর আন্তরিকতা এবং কর্তব্যনিষ্ঠার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

গোপনীয়

(৭) এয়ার কমডোর মূয়ীদ গত ০৯ আগস্ট ২০২৩ তারিখ হতে ১১ আগস্ট ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত ১২তম আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন বিষয়ক দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের সামরিক কর্মকর্তা ছাড়াও, মন্ত্রী, কূটনিতিক এবং অন্যান্য পেশাজীবী শ্রেণীর উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিগণ অংশগ্রহণ করেন। এয়ার কমডোর মূয়ীদ সেখানে বাংলাদেশ তথা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের উচ্চ মানবিকতাবোধ, সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব, সর্বোচ্চ পর্যায়ের শৃঙ্খলা এবং এসংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে এর বাস্তব প্রতিফলন সম্বলিত একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। উক্ত উপস্থাপনার ফলে উপস্থিত সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর পেশাদারিত্বের ভূয়সী প্রশংসা হয় এবং দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়।

(৮) এয়ার কমডোর মূয়ীদ গত ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে মহাপরিচালক, প্রশিক্ষণ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর বিভিন্ন সময়ে অত্র বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারের অবর্তমানে নিজ দায়িত্বের পাশাপাশি ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার হিসেবে দক্ষতার সাথে দায়িত্বভার পালন করেছেন। তাঁর অগাধ কর্তব্যবোধ, পেশাদারিত্ব, দেশপ্রেম এবং অসামান্য প্রজ্ঞার কারণে সশস্ত্র বাহিনীর এই সর্বোচ্চ দায়িত্বের জন্য সর্বদাই আস্থাভাজন হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত হন। এ সকল দায়িত্বপালনকালে তিনি তিনি সশস্ত্র বাহিনী তথা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশেষ অবদান রাখেন।

(৯) উক্ত অফিসারের উপরোল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং সামরিক দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের বহিঃপ্রকাশ। তিনি তার নিজ নিযুক্তির দায়িত্ব/কার্যক্রমের বাইরে এসকল কার্যক্রমে আত্মনিয়োগ নিয়োগ করে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধি হিসেবে জাতীয় পর্যায়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পর্যায়েও বাংলাদেশ এবং সশস্ত্র বাহিনীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছেন। তার এই অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি অসামান্য সেবা পদক (ওএসপি) পাওয়ার জন্য উপযুক্ত।

খ। প্রাপ্তির যোগ্যতা/শর্ত/কাজের বর্ণনা (পদকের ধরন অনুযায়ী যথাযথ অসাধারণ কাজের উল্লেখসহ):

(১) এয়ার কমডোর এম এম মুরীদ হোসেন, বিএসপি, আরসিডিএস, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, মহাপরিচালক, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনীর যৌথ সক্ষমতা অর্জনে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অত্যন্ত যুগোপযোগী Joint Training Doctrine: Bangladesh Armed Forces- 2023 প্রস্তুতির ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে সকল কর্মকান্ডের নেতৃত্ব প্রদানসহ প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এই প্রধান ডকট্রিন (Capstone Doctrine) প্রস্তুতিতে প্রয়োজনীয় আর্থিক সংশ্লিষ্টতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা, নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ এবং সর্বোপরি লিখা, সংকলন এবং প্রকাশনার মাধ্যমে বাস্তবে রূপদান করে উক্ত অফিসার নেতৃত্ব, অসামান্য পেশাদারিত্ব ও প্রজ্ঞার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

(২) এয়ার কমডোর এম এম মুরীদ হোসেন, বিএসপি, আরসিডিএস, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, মহাপরিচালক, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ গত ০৪-০৫ জুন ২০২৩ তারিখে প্রশিক্ষণ পরিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত “Grey Zone Activities and Challenges for Bangladesh” শীর্ষক সেমিনার আয়োজনের তাঁর অসাধারণ নেতৃত্ব, প্রজ্ঞা এবং মেধাকে কাজে লাগিয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে অত্যন্ত সফলভাবে সেমিনারটি সম্পন্ন করেন। এ সংক্রান্ত সংবাদ বিভিন্ন প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রচারিত হয় যা সশস্ত্র বাহিনীর ভাবমূর্তি উন্নয়ন ও উৎকর্ষতা অর্জনের বহিঃপ্রকাশ। আন্তর্জাতিক মানের এই সেমিনার সশস্ত্র বাহিনীর ভাবমূর্তি উন্নয়ন ও জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুসংহত করণ এবং এ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

(৩) এয়ার কমডোর এম এম মুরীদ হোসেন, বিএসপি, আরসিডিএস, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, মহাপরিচালক, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এর দক্ষ নেতৃত্ব, ব্যবস্থাপনা এবং অংশগ্রহণে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর একটি দল তুরস্কে অনুষ্ঠিত বহুজাতিক অনুশীলন EFES-2022 এ

কার্যকরীভাবে অংশগ্রহণ করে ও আন্তর্জাতিক পরিসরে সুনাম অর্জন করে। EFES-2022 এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও অনুশীলনে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ যৌথবাহিনী আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তার সক্ষমতা তুলে ধরতে পেরেছে এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী তথা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে।

(৪) *এয়ার কমডোর এম এম মুরীদ হোসেন, বিএসপি, আরসিডিএস, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, মহাপরিচালক, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ* দায়িত্ব প্রাপ্তির পর থেকে স্বকীয় চিন্তা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে CISM এর মত একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশকে সফলতার সাথে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর নেতৃত্ব, প্রচেষ্টা, দক্ষতা, সমন্বয় এবং যোগাযোগ এর ফলে উক্ত আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশ এখন একটি অত্যন্ত পরিচিত এবং কার্যকর সদস্যদেশ। এছাড়া তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে যৌথ বাহিনীর খেলাধুলা নীতিমালা নতুনভাবে তৈরীর প্রেক্ষিতে বাহিনী সমূহের সদস্যদের মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর এহেন উদ্যম ও কর্মস্পৃহা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী মনোবল বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধি করেছে।

(৫) *এয়ার কমডোর এম এম মুরীদ হোসেন, বিএসপি, আরসিডিএস, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, মহাপরিচালক, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ* এর সার্বিক নির্দেশনায় গত ০৫ মার্চ ২০২২ তারিখ হতে ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ঢাকা সেনানিবাসের অফিসার্স ক্লাবে 'Command and Staff Operational Law Course (OPLAW)' পরিচালিত হয়। উক্ত বিশেষ প্রশিক্ষণে বাংলাদেশসহ অস্ট্রেলিয়ার সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধি এবং International Committee of the Red Cross (ICRC) এর প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। তাঁর, নেতৃত্ব, পরিকল্পনা, দিক নির্দেশনা ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় উক্ত অনুশীলন অত্যন্ত সাফল্যমন্ডিত হয় এবং যার বাস্তব প্রতিফলনের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর পেশাদারিত্বের ভূঁয়সী প্রশংসা হয় ও দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়।

(৬) এয়ার কমডোর এম এম মুরীদ হোসেন, বিএসপি, আরসিডিএস, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, মহাপরিচালক, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে প্রশিক্ষণ পরিদপ্তরের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল, স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে নথি সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তিসহ বিভিন্ন সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে একটি কাষ্টমাইজড ইন-হাউজ এপ্লিকেশন ডিজাইন করতঃ প্রবর্তন করা হয়। এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর অফিসের দক্ষতা ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অফিস তথা জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুসংহত হয়েছে। তাঁর এ ধরনের কর্মসূচি জাতীয় নিরাপত্তার ব্যাপারে তাঁর আন্তরিকতা এবং কর্তব্যনিষ্ঠার বহিঃপ্রকাশ।

(৭) এয়ার কমডোর এম এম মুরীদ হোসেন, বিএসপি, আরসিডিএস, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, মহাপরিচালক, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ গত ০৯ আগস্ট ২০২৩ তারিখ হতে ১১ আগস্ট ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত ১২তম আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন বিষয়ক দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সম্মেলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ তথা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের উচ্চ মানবিকতাবোধ, সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব, সর্বোচ্চ পর্যায়ের শৃঙ্খলা এবং এসংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে এর বাস্তব প্রতিফলন সম্বলিত একটি প্রেজেন্টেশন অত্যন্ত ফলপ্রসূভাবে উপস্থাপন করতে সমর্থ হন। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী সম্পর্কে অনবদ্য উপস্থাপনা উপস্থিত সামরিক, অসামরিক, মন্ত্রী, কূটনিতিকদের মধ্যে প্রশংসিত হয় ও দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়।

(৮) এস এম মুরীদ হোসেন, বিএসপি, আরসিডিএস, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, মহাপরিচালক, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এর উপর বিভিন্ন সময়ে অর্পিত 'ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল স্টাফ

গোপনীয়

অফিসার' এর দায়িত্বভার অত্যন্ত দক্ষতা ও নিবেদিতভাবে পালন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর অগাধ কর্তব্যবোধ, পেশাদারিত্ব, দেশপ্রেম এবং অসামান্য প্রজ্ঞার কারণে সশস্ত্র বাহিনীর এই সর্বোচ্চ দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত সুচারুভাবে পালন করেন। এর মাধ্যমে তিনি সশস্ত্র বাহিনী তথা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশেষ অবদান রাখেন।

গ। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর একজন সদস্য হিসেবে **এয়ার কমডোর মুয়ীদ** এর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, দেশপ্রেম, একনিষ্ঠতা, দূরদর্শীতা, প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও পেশাদারিত্ব সশস্ত্র বাহিনীর জুনিয়র লীডারদের জন্য আদর্শস্বরূপ। তাঁর এই কৃতিত্ব এবং দেশের ও সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়ন ও ভাবমূর্তি উজ্জ্বলে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে “অসামান্য সেবা পদক” প্রদানের জন্য সুপারিশ করছি।

(সাইটেশনে বর্ণিত ঘটনা আমি সত্য জানিয়া স্বাক্ষর করিলাম)

তারিখঃ

স্বাক্ষরঃ

নামঃ

পদবীঃ

নিয়োগঃ

১১। পরিদপ্তর/শাখা/ইউনিট প্রধানের সুপারিশঃ

তারিখঃ

স্বাক্ষরঃ

নামঃ

পদবীঃ

নিয়োগঃ

১২। পিএসও/সংস্থা প্রধান/এয়ার/ঘাঁটি সদর ইউনিট অধিনায়কের সুপারিশঃ

তারিখঃ	স্বাক্ষরঃ
	নামঃ
	পদবীঃ
	নিয়োগঃ

১৩। বিমান বাহিনী সদর দপ্তরের কেন্দ্রীয় নির্বাচনী পর্ষদের সুপারিশঃ

পর্ষদের উর্ধ্বতন সদস্যঃ স্বাক্ষরঃ	
নামঃ	পর্ষদের সভাপতিঃ স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ	নামঃ
নিয়োগঃ	পদবীঃ
তারিখঃ	নিয়োগঃ

১৪। বিমান বাহিনী প্রধানের সুপারিশঃ

তারিখঃ	স্বাক্ষরঃ
--------	-----------

১৫। অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনঃ

তারিখঃ	স্বাক্ষরঃ
--------	-----------

দ্রষ্টব্যঃ

- ১। পদক প্রাপ্তির জন্য বর্ণিত এক বা একাধিক শর্ত পূরণের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্যারায় অসাধারণ কাজের উল্লেখ করা যাবে।
- ২। স্থান সংকুলান না হলে আলাদা কাগজ সংযুক্ত করা যাবে।